ভারতীয় জনতা পার্টি

কেন্দ্রীয় অফিস)

১১ অশোক রোড, নয়া দিল্লি ১১০০০১

ফোন-- ০১১-২৩০৭০৫৭৭০, ফ্যাক্স--০১১-২৩০০৫৭৮৭

২৮ ফেব্রয়ারি, ২০১৩

বাজেট নিয়ে লোকসভার বিরোধী নেত্রী সুষমা স্বরাজ ও রাজ্যসভার বিরোধী নেতা অরুণ জেটলির যৌথ বিবৃতি

আজ সংসদে যে কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করা হল, ভারতীয় অর্থনীতিকে তার দেবার মত কিছু নেই। প্রতিকুল পরিস্থিতিতে অর্থমন্ত্রী এই বাজেট পেশ করেছেন। ইউ পি এ-র নীতি অসারতা দেশের অর্থনীতিকে একটা ভয়ংকর জায়গায় ঠেলে নিয়ে গেছে। অর্থমন্ত্রী নিজে অসহায় ছিলেন, তার কিছু করার মতো কোনও জায়গা ছিল না।

তাই তিনি যে বাজেট পেশ করেছেন তাতে নীতি ও কর ব্যবস্থার সামান্য কিছু পরিবর্তন আছে মাত্র। অনেক কথা বলা হলেও, বাজেটে উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। ভারতীয় উৎপাদন ক্ষেত্রকে চাঙ্গা করার জন্য খুব কম পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কৃষি ক্ষেত্রকে সরকার অবহেলা করেছে। এমনকী আম আদমির প্রসঙ্গ পর্যন্ত বাজেটে নেই। রফতানি বাড়ানো, মুদ্রাস্ফীতি কমানো এবং টাকাকে চাঙ্গা করার জন্য কোনও পদক্ষেপ নেই। দেশের আর্থিক বৃদ্ধিকে ৫ শতাংশে নামিয়ে এনে ইউ পি এ তার বাজেটে আবার ৯ শতাংশ আর্থিক বৃদ্ধির রাস্তায় নিয়ে যাওয়ার রোড ম্যাপ পর্যন্ত দিতে পারেনি।

বাজেটে কথা নিয়ে খেলা করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে করের হার বাড়ানো হয়েছে। খরচ হয় অনেকটা কমানো হয়েছে বা যতটা দরকার তা দেওয়া হয়নি। এভাবে খরচ কমিয়ে বা প্রয়োজন অনুযায়ী না দিয়ে এ বছর ও আগামী বছর আর্থিক ঘাটতিকে দৃষ্টিগ্রাহ্য ভাবে ভদ্রস্ত করা হয়েছে। এই ধরনের উদাহরণ বিস্তারিত বাজেট নথিতে অনেক আছে। এ বছর খাদ্য সুরক্ষার জন্য ৭৫ হাজার কোটি টাকা রাখা হয়েছিল। সংশোধিত বরাদ্দ ছিল ৮০ হাজার কোটি টাকা। আগামী আর্থিক বছরের জন্য তা কমিয়ে ৬০ হাজার কোটি করা হল এবং অর্থমন্ত্রী দাবি করলেন তিনি অতিরিক্ত ১০ হাজার কোটি টাকা দিয়েছেন তার মানে আসলে ৫ হাজার কোটি টাকা বাড়ল। খাদ্য সুরক্ষার ওপর প্রভাব তাই সামান্য হবে। স্বাস্থ্য মিশনে এই বছরের বাজেটে রাখা হয়েছে ১৮ হাজার ৫১৫ কোটি টাকা। সংশোধিত এস্টিমেটে এর জন্য রাখা হয়েছিল ১৫ হাজার ৪১১ কোটি টাকা। এই ক্ষেত্রে আগামী বছরের বাজেট বরাদ্দ মাত্র ৩ হাজার কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছে। এরকম উদাহরণ আরো আছে। যেমন পঞ্চায়েতি রাজ। ইউ পি এ-র প্রধান প্রকল্প এমজিনারেগার জন্য প্রথমে ৪০ হাজার কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল। গত দু বছরে সেই অর্থ কমিয়ে ৩৩ হাজার কোটি করা হয়েছে। এ বছর প্রকৃত বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২৯ হাজার ৩৮৭ কোটি। আগামী বছর হয়ত আরো কম টাকা দেওয়া হতে পারে। দেখানোর জন্য অর্থমন্ত্রী ৩৩ হাজার কোটি টাকা রেখেছেন এটা জেনে যে, ওই টাকা খরচ হবে না। ব্যর্থতার সবথেকে বড় উদাহরণ হল, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সডক যোজনার জন্য রাখা হয়েছে ২৯৬৭৭ কোটি। এ

বছরের সংশোধিত বরাদ্দ তার ৪০ শতাংশ বা ৮১০০ কোটি টাকা। এ বছর বরাদ্দ ১৫ হাজার ৬৯০ কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছে।

এখন ইউ পি এ-র সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হল সরাসরি টাকা গরিবদের একাউন্টে জমা করে দেওয়া বা কাশ ট্রান্সফার প্রকল্প। ২৬টি প্রকল্পর জন্য মিলিতভাবে রাখা হয়েছে ৫৫৯৫ কোটি ২ লক্ষ টাকা। আজ পর্যন্ত আসলে খরচ হয়েছে ৫ কোটি ৩৮ লক্ষ। এই প্রকল্পেকই বলা হচ্ছে ভারতীয় রাজনীতির গেম চেঞ্জার বা মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার মতো প্রকল্প□

এই বাজেটে একটা সতর্কতা আছে। পেত্রলিউম ভর্তুকি ৯৬ হাজার ৯৮০ কোটি টাকা থেকে কমিয়ে ৬৫ হাজার কোটি টাকায় নামিয়ে আনার কথা বলা হচ্ছে। এটা একটা সংকেত যে, পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাসের দাম আরও বাড়বে।

এই বাজেট কোনো নীতি সংক্রান্ত বিবৃতি। এটা কোনও দিশা পরিবর্তন করছে না। এটা নিছক হিসাব-নিকাশের চেষ্টা, যেখানে খরচ বিপুলভাবে কমানো হয়েছে, যা বাড়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। এটা আর্থিক বৃদ্ধি বাড়াবে না। গরিব, দুর্বল শ্রেণী ও মধ্যবিত্তরা এই বাজেটের ফলে সবথেকে বেশি ধাক্কা খাবেন।

আর কে সিনহা

সচিব, বি জে পি সংসদীয় দল